□

১৭.০ উদ্দেশ্য

১৭.১ প্রস্তাবনা

১৭.২ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ধারণা

১৭.৩ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ

১৭.৪ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের পরিধি

১৭.৫ অনুশীলনী

১৭.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে জানা যাবে—

- রাষ্ট্রচর্চায় সমাজের ভূমিকা কেন আলোচ্য
- রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব বিষয়টির কীভাবে উদ্ভব হল ও তার পরিধির মধ্যে কী কী পড়ে
- এই সমাজতত্ত্ব আলোচনায় বিভিন্ন চিন্তাবিদের অবস্থান ও অবদান
- সেই সঙ্গে রাজনীতিতে সক্রিয় কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানগুলি যেখানে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর যোগাযোগ, রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভিত্তি এবং রাজনৈতিক উন্নয়নেরও দিকে মনোযোগ দেওয়া যাবে।

যে কোনও দেশে, যে কোনও সময়ে সমাজবদ্ধ মানুষই রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশকাল ভেদে রাজনীতিতে সক্রিয় মানুষের আনুপাতিক সংখ্যার তারতম্য ঘটলেও, এই কথা অনস্বীকার্য যে মানুষ সামাজিক জীব হিসাবেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে—অর্থাৎ, মানুষ তার বিশেষ সামাজিক অস্তিত্বকে বহন করে নিয়ে গেছে রাজনীতির অঙ্গনে। অন্যদিকে, রাজনীতির লক্ষ্যবস্তু চিরকালই সমাজ—তা সমাজকে কমবেশি নিয়ন্ত্রণ করা, রক্ষা করা বা পরিবর্তন করা যাই হোক না কেন। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে মানুষের সামাজিক অবস্থান, স্বার্থ ও রাজনৈতিক ভূমিকার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাস্তবে থাকলেও তা আমাদের চেতনায় ও জ্ঞানে স্বীকৃতি পেয়েছে অপেক্ষাকৃতভাবে সাম্প্রতিককালে। মানুষকে কেন্দ্র করে সমাজ ও রাজনীতির এই আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে চর্চা করার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ধারণা

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানী জিওভান্নি সারতোরি (Giovanni Sartori) মন্তব্য করেছেন যে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বের মধ্যে অন্যতম সেতু স্থাপন করেছে। তাঁর মতে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব নানা বিষয়ের মিশ্রণে উদ্ভূত একটি সঙ্কর যার লক্ষ্য সমাজতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ও তত্ত্বের উপকরণগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে এই সংযোগস্থাপনের প্রচেষ্টা?

এই প্রচেষ্টার পিছনে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে দু'টি পরস্পর-বিরোধী ধারণা—এক, সমাজ ও রাজনীতি আমাদের জীবনে পৃথক এলাকা দখল করে আছে, এবং দুই, সমাজ ও রাজনীতির কক্ষপথগুলি প্রায়শই একে অপরকে ছেদ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, জাত-ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান, ও সেই দিক দিয়ে চরিত্রগতভাবে সামাজিক। অন্যদিকে, সংবিধান ও সংবিধানকে অনুসরণ করে সৃষ্টি হওয়া আইন রাজনীতির এলাকাভুক্ত ও চরিত্রগতভাবে রাজনৈতিক। সুতরাং, চরিত্রগতভাবে জাত-ব্যবস্থা ও সংবিধান, আইন ইত্যাদি আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্র যখন সাংবিধানিক আদর্শকে মান্য করে নিম্নবর্গের মানুষদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে আইনের মাধ্যমে, তখন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও একটি রাজনৈতিক পদ্ধতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়। সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন করার সময়ে রাষ্ট্রের প্রতিভূ হিসাবে সরকার যেমন বিভিন্ন জাতগোষ্ঠীর চাপ বা প্রভাবের স¥œÅàÏò

(Tom Bottomore)

¥¤ ("Political Sociology is concerned with power in its social context")

১৯১৪-১৮
১৯৩৯-৪৫

—

—

১৭.৩ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ

(Aristotle) polis
‘Koinonia’

(Marsiglio)

W. G. Runciman,

Tom Bottomore,

Civil Society

(Alexis De Tocqueville, 1805-1859)

(Max Weber)

The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalian (1904)

(Vilfredo Pareto), (Gaetano Mosca), (Robert Michels) Michels

¥¤ ("Government by the people") ¥¤ ("Administration of men will be replaced by the administration of things")

¥¤ —

১৭.৪ রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের পরিধি

¥¤

(Green) ও অরলিয়েন্স (Orleans)-এর মতে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য রাষ্ট্র নামক একটি বিশেষ সামাজিক কাঠামোকে ব্যাখ্যা করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয় :

১) রাষ্ট্রের কাঠামো;

২) বৈধতার চরিত্র ও শর্তাবলী;

৩) একচেটিয়া শক্তির প্রকৃতি ও রাষ্ট্র-কর্তৃক তার ব্যবহার;

৪) রাষ্ট্রের চেয়ে ক্ষুদ্রতর সংগঠনগুলির চরিত্র ও রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক।

গ্রিন ও অরলিয়েন্স-এর মতে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের তত্ত্ব ও গবেষণাগুলির দৃষ্টি দেওয়া উচিত এই সমস্ত বিষয়গুলির উপর যেমন, ঐকমত্য ও বৈধতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের অপর আর এক বিশেষজ্ঞ অ্যান্ড্রু এফরাট (Andrew Effraft) অবশ্য এই বিষয়টির স¥¤ন্ধে একটি ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি অবল¥¤ন করেছেন। তাঁর বিচারে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব সকল সামাজিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পদ্ধতি ও বণ্টনের কারণ ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন পরিবার, শিক্ষা সংক্রান্ত ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং অন্যদিকে সরকারি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক সেইমুর মার্টিন লিপসেট (Saymoor Martin Lipset) মন্তব্য করেছিলেন যে, যদি সমাজের স্থায়িত্ব সাধারণভাবে সমাজতত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়, তা হলে বিশেষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই লিপসেট ও আর. বেনেডিক্ট (S. Lipset ও R. Bendict). সুপারিশ করেছিলেন যে রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের আলোচনার মধ্যে স্থান পাওয়া উচিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির :

১) নির্বাচনী আচরণ;

২) অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৩) স্বার্থগোষ্ঠী ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ভাবাদর্শ;

৪) রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সংগঠন;

৫) আমলাতন্ত্র ও তার সমস্যা।

আলি আশরফ (Ali Ashraf) ও এল. এন. শর্মা (L. N. Sarma)-র মতে, রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের দৃষ্টি চারটি এলাকায় নিবদ্ধ থাকা উচিত, যথা, (ক) রাজনৈতিক কাঠামোগুলি (যেমন সামাজিক শ্রেণী বা

জাতপাত, এলিট গোষ্ঠী, স্বার্থ গোষ্ঠী, আমলাতন্ত্র, রাজনৈতিক দল ও উপদল); (খ) রাজনৈতিক জীবন (অর্থাৎ, নির্বাচন পদ্ধতি, রাজনৈতিক সংযোগ, মতামত গঠন ইত্যাদি); (গ) রাজনৈতিক নেতৃত্ব (তার ভিত্তি ও গোষ্ঠীগত ক্ষমতা কাঠামোর শ্রেণীবিভাগ ও কার্যপদ্ধতি; (ঘ) রাজনৈতিক উন্নয়ন (ধারণা ও পরিমাপের সূচকগুলি, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং সমাজ পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক)।

রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব রাষ্ট্রের ক্ষমতা-কাঠামো, কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ, অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের স¥¤ন্ধে আমাদের অবহিত করেছে। কিন্তু এই সমস্ত ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যথেষ্ট সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতাবাদী গবেষণা হওয়া সত্ত্বেও খুব একটা স্পষ্ট কোনও তাত্ত্বিক কাঠামোর সৃষ্টি হয়নি। অন্যদিকে, রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকেরা সাধারণভাবে আইনগত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি, গোষ্ঠীস্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতি, ও ব্যক্তির স্তরে পছন্দ-অপছন্দ নির্ধারণের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়কে উপেক্ষা করেছেন। এলিট তাত্ত্বিকেরা ব্যতীত অন্য রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকেরা আদর্শবাদী রাজনৈতিক তত্ত্ব সৃষ্টির থেকে বিরত ছিলেন।

১৭.৫ অনুশীলনী

ক) **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক :**

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

১।

২।

৩।

৪।

৫।

১৭.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। S. M. Lipset : Politics and the Social Sciences. (Chapter - 4)
২। Michael Rush : Politics and Society.
৩। Tom Bottomore : Political Sociology.
৪। W. G. Runciman : Social Science and Political Theory. (Ch. II)
৫। Ali Ashraf and L. N. Sharma : Political Sociology.